بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমুআ

মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতের প্রেক্ষাপটে তাবূকের যুদ্ধের বিবরণ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ২৮ নভেম্বর, ২০২৫ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমুআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

আজ আমি তাবূক সফরের আরও বিস্তারিত তথ্য আপনাদের সামনে তুলে ধরব। পূর্ববর্তী খুতবাগুলিতে আলোচনা করা হয়েছিল যে, কিছু মুনাফিক এই অভিযানে যেতে অস্বীকার করেছিল এবং বিভিন্ন অজুহাত পেশ করেছিল। কিন্তু মদীনা শরীফে প্রত্যাবর্তনের পরেও মুনাফিকদের অভিযানে না যাওয়ার জন্য অজুহাত ও বাহানা দেওয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। এমনকি পবিত্র কুরআন শরীফেও এর বর্ণনা রয়েছে। মহানবী (সা.)-এর সুন্নাহ ছিল যে, তিনি যখন কোনো সফর শেষে মদীনায় ফিরে আসতেন, তখন প্রথমে মসজিদে পৌঁছে দু'রাকাত নফল নামায আদায় করতেন। তদনুসারে, তিনি নফল নামায সমাপ্ত করে মসজিদেই উপবিষ্ট হলেন, এবং লোকেরা তাঁর (সা.)-এর সাক্ষাত লাভের জন্য উপস্থিত হতে শুরু করল। অনুরূপভাবে, যে সমস্ত লোক ঈমানের দুর্বলতা এবং কপটতার কারণে অভিযানে সঙ্গী হয়নি, তারাও আসতে লাগল। সীরাত রচয়িতাগণ লেখেন যে, এই ধরনের লোকের সংখ্যা প্রায় আশি জন ছিল, তবে কিছু বর্ণনা অনুযায়ী এর চেয়েও বেশি সংখ্যক লোক ছিল। মহানবী (সা.) তাদের কথিত অজুহাতগুলি মেনে নিলেন এবং তাদের বয়আত গ্রহণ করলেন, আর তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয় আল্লাহ্‌র হাতে ছেড়ে দিলেন।

কিন্তু এই মুনাফিকদের অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য ছিল। তাই আল্লাহ্‌তা'লা ওহীর মাধ্যমে মহানবী (সা.)-কে জানিয়ে দিলেন যে, এরা এমন অপবিত্র লোক যে, আল্লাহ্ আর কখনও এদের প্রতি সন্তুষ্ট

হবেন না। ফলস্বরূপ, আল্লাহ্‌তা'লা সূরা তওবাতে এই ব্যক্তিদের সম্পর্কে সংবাদ দিলেন। তাবূক যুদ্ধে যারা পিছনে রয়ে গিয়েছিল, তাদের প্রতি আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর কঠোর অসন্তোষ প্রকাশ করলেন, এদেরকে ফাসেক (আল্লাহ্-দ্রোহী) বলে ঘোষণা করলেন, এবং নবী আকরাম (সা.)-কে এদের জানাযার নামায পড়াতে এবং এদের কবরের কাছে দাঁড়িয়ে দোয়া করতে নিষেধ করে দিলেন। পাশাপাশি, এই নিষেধাজ্ঞাও আরোপ করা হলো যে, ভবিষ্যতে এরা কোনো তাহরিকে অংশগ্রহণ করতে পারবে না এবং কোনো যুদ্ধেও শরিক হতে পারবে না।

হুযূর আনোয়ার বলেছেন যে, তাবূক যুদ্ধ থেকে পিছনে রয়ে যাওয়া লোক চার প্রকারের ছিলেন। প্রথমত, যাদেরকে মহানবী (সা.) মদীনায় বিভিন্ন দায়িত্ব প্রদান করে গিয়েছিলেন যেমন, **হযরত আলী (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.), হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.)**। দ্বিতীয়ত যারা অক্ষম, অসুস্থ্য ও দরিদ্র বা অসহায় প্রকৃতির ছিলেন। তৃতীয়ত, কতিপয় মুনাফিক, যাদের বিষয়ে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌র তিরষ্কার ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা হয়েছে এবং কঠোর শাস্তির ভবিষ্যদ্‌বাণী করা হয়েছে আর তাদের সংখ্যা ৮০ বা ততোধিক বর্ণিত হয়েছে। চতুর্থত, যারা কেবলমাত্র অলসতা ও উদাসীনতার কারণে তাবূকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে নি আর তাদের মাঝে তিনজন সাহাবীর নাম উল্লেখযোগ্য। তারা হলেন, **হযরত কাব বিন মালেক (রা.), হযরত মুরারা বিন রাবী (রা.), হযরত হিলাল বিন উমাইয়া (রা.)**।

এই তিনজন সাহাবী (রা.) সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আয়াতও নাযিল হয়েছিল। হুযূর আনোয়ার বলেন যে, **আলাস সালাসাতিল্ লাযিনা খুল্লিফূ** অর্থাৎ, সেই তিনজন যাদের পিছনে রেখে আসা হয়েছিল- এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ হল:

বুখারীর একটি বর্ণনায়, **হযরত কা'ব বিন মালিক (রা.)** নিজে এই সম্পূর্ণ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: মহানবী (সা.) সফরের প্রস্তুতি শুরু করলেন এবং তাঁর সাথে মুসলমানরাও প্রস্তুতি নিলেন। আমারও যাওয়ার দৃঢ় ইচ্ছা ছিল, কিন্তু অলসতা থাকার কারণে আমার প্রস্তুতি সম্পন্ন হচ্ছিল না। আমি টালবাহানা করতে লাগলাম। এমন চলতে থাকল যে, এক সকালে মহানবী (সা.) রওয়ানা হয়ে গেলেন, অথচ আমি আমার সফরের প্রস্তুতির সামান্যতম কাজও শেষ করতে পারিনি। আমি ভাবলাম যে, তিনি চলে যাওয়ার এক বা দুই দিন পরে আমি প্রস্তুতি নেব এবং তারপর তাঁদের সাথে গিয়ে মিলিত হব। এভাবেই চলতে থাকল, এমনকি দ্রুত গতিতে চলতে থাকা বাহিনী অনেক দূর এগিয়ে গেল। মহানবী (সা.) চলে যাওয়ার পর যখনই আমি লোকজনের মাঝে যেতাম এবং তাদের মধ্যে ঘোরাফেরা করতাম, তখন এই বিষয়টি আমাকে খুব ব্যথিত করত যে, আমি কেবল এমন ব্যক্তিদের দেখতাম যাদের উপর কপটতার দোষারোপ করা হতো, অথবা দুর্বলদের মধ্যে এমন ব্যক্তি যাদের আল্লাহ্ অক্ষম ঘোষণা করেছেন (অর্থাৎ যেতে না পারার বৈধ কারণ ছিল)। হযরত কা'ব বিন মালিক (রা.) বলেন, যখন আমার কাছে এই খবর পৌঁছাল যে, মহানবী (সা.) মদীনায় ফিরে আসছেন, তখন আমি চিন্তিত হয়ে পড়লাম এবং ভাবতে লাগলাম যে, কোন মিথ্যা কথা দিয়ে আগামীকাল তাঁর অসন্তুষ্টি থেকে রেহাই পাব।

যখন এই খবর এলো যে, মহানবী (সা.) এসে পৌঁছেছেন, তখন আমার মন থেকে সকল মিথ্যা চিন্তা দূর হয়ে গেল। আমি উপলব্ধি করলাম যে, মিথ্যা কথা বলে তাঁর অসন্তুষ্টি থেকে কখনওই বাঁচতে

পারব না। এই কারণে, আমি তাঁর নিকট সম্পূর্ণ সত্য কথা বলার সংকল্প করলাম।

মহানবী (সা.) মদীনায় ফিরে এলেন। যারা পিছনে রয়ে গিয়েছিল, তারা তাঁর কাছে এসে ক্ষমা প্রার্থনা এবং কসম খেতে লাগল। এমন লোকের সংখ্যা আশি জনের কিছুটা বেশি ছিল। মহানবী (সা.) তাদের বাহ্যিক অজুহাতগুলি গ্রহণ করলেন এবং তাদের বয়আত নিলেন। অতঃপর আমি তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম। যখন আমি তাঁকে সালাম দিলাম, তখন তিনি অসন্তুষ্ট ব্যক্তির মতো মৃদু হাসলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন: **তোমাকে কী পিছনে রেখেছিল? তুমি কি বাহন কেননি?** আমি নিবেদন করলাম: **আল্লাহ্‌র কসম! হ্যাঁ। আমি এমন যে, যদি আপনি ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোনো মানুষের সামনে বসতাম, তবে আমি মনে করি যে আমি অবশ্যই অজুহাত দেখিয়ে তার অসন্তুষ্টি থেকে রেহাই পেয়ে যেতাম। কারণ আমার বাকপটুতা আছে। কিন্তু আল্লাহ্‌র কসম! আজ যদি আমি আপনার কাছে মিথ্যা কথা বলে আমার প্রতি আপনাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করি তাহলে শীঘ্রই আল্লাহ্ আপনাকে আমার প্রতি অসন্তুষ্ট করে দিতে পারেন। আর যদি আপনার কাছে সত্য প্রকাশ করি যাতে আপনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন, তবুও আমি এতে অবশ্যই আল্লাহ্‌র ক্ষমা পাওয়ার আশা করি।**

তিনি (হযরত কা'ব বিন মালিক) বললেন: আল্লাহ্‌র কসম! আমার জন্য কোনো অজুহাত ছিল না। আল্লাহ্‌র কসম! আমি কখনওই এত সমৃদ্ধিশালী এবং আর্থিক দিক থেকে এতটা সচ্ছল ছিলাম না, যতটা ছিলাম সেই সময় যখন আমি আপনার (সা.) কাছ থেকে পিছনে রয়ে গিয়েছিলাম। এই কথা শুনে মহানবী (সা.) বললেন: **তুমি সত্য বলেছ। তুমি এখন চলে যাও, যতদিন না তোমার সম্পর্কে আল্লাহ্‌তা'লা কোনো সিদ্ধান্ত দেন– ততদিন অপেক্ষা করো।** আমার মতো **হযরত মুরারা বিন রাবী উমরী (রা.)** এবং **হযরত হিলাল বিন উমাইয়া (রা.)**ও একই কথা বললেন, এবং তাদেরকেও সেই একই জবাব দেওয়া হলো যা আমাকে দেওয়া হয়েছিল। হযরত কা'ব (রা.) বলেন, এই পরিস্থিতির মধ্যেই গাসসান রাজ্যের বাদশাহর পক্ষ থেকে আমার কাছে একটি চিঠি এলো, যাতে এই বার্তা লেখা ছিল: আমার কাছে এই সংবাদ পৌঁছেছে যে, আপনার সাথী (রসূলুল্লাহ্ সা.) আপনার সাথে কঠোর ব্যবহার করে আপনাকে একাকী ছেড়ে দিয়েছেন। অথচ আল্লাহ্ আপনাকে এমন কোনো বংশে সৃষ্টি করেননি যেখানে লাঞ্ছনা পেতে হবে বা আপনাকে নষ্ট করে দেওয়া হবে। আপনি আমাদের কাছে চলে আসুন, আমরা আপনার উত্তম আতিথেয়তা করব। যখন আমি এই চিঠি পড়লাম, তখন বললাম: এটি তো আরেকটি পরীক্ষা। আমি চিঠিটি নিয়ে একটি চুল্লির দিকে গেলাম এবং তাতে তা নিক্ষেপ করে দিলাম (পুড়িয়ে ফেললাম)। যখন পঞ্চাশ রাতের মধ্যে চল্লিশ রাত অতিবাহিত হলো, তখন আমি দেখতে পেলাম যে, মহানবী (সা.)-এর একজন বার্তাবাহক আমার কাছে আসছেন। তিনি বললেন: **রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নির্দেশ দিয়েছেন, আপনি আপনার স্ত্রী'র কাছ থেকেও পৃথক থাকবেন।** আমি জিজ্ঞেস করি, **আমি কি তাকে তালাক দিয়ে দেব, নাকি অন্য কিছু করব?** তিনি উত্তর দেন, **তালাক দিতে হবে না, বরং তার থেকে পৃথক থাকুন এবং তার নিকটবর্তী হবেন না।** মহানবী (সা.) তাঁর অপর দুইজন সাথীকেও একই বার্তা পাঠিয়েছিলেন।

যখন পঞ্চাশতম রাতের ভোর হলো এবং আমি ফজরের নামায শেষ করলাম, তখন আমি আমার ঘরের একটি ছাদে বসে ছিলাম। আমি সেই অবস্থায় ছিলাম যার বর্ণনা আল্লাহ্ দিয়েছেন- **অর্থাৎ আমার প্রাণ আমার কাছে সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং বিশাল হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবী আমার জন্য সংকুচিত হয়ে**

গিয়েছিল। এই সময়েই আমি এক আহ্বানকারীর উচ্চস্বর শুনলাম: **হে কা'ব বিন মালিক! তোমার জন্য সুসংবাদ!** এই কথা শুনেই আমি সিজদায় লুটিয়ে পড়লাম এবং বুঝলাম যে, বিপদ কেটে গেছে। এই সুসংবাদ শুনে সবাই আমাকে অভিনন্দন জানাতে লাগলেন। হযরত কা'ব (রা.) বলেন, যখন আমি মসজিদে পৌঁছালাম এবং মহানবী (সা.)-কে সালাম জানালাম, তখন তাঁর চেহারা মোবারক আনন্দের আতিশয্যে চকচক করছিল। তিনি (সা.) বললেন: **তোমাকে সুসংবাদ! তোমার মা তোমাকে জন্ম দেয়ার পর থেকে তোমার জীবনে যতদিন অতিবাহিত হয়েছে এই দিনটি তা থেকে উৎকৃষ্ট ও উত্তম দিন।** আমি জিজ্ঞাসা করলাম: **হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এটা কি আপনার পক্ষ থেকে না আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে?** উত্তরে তিনি (সা.) বলেন, **আমার পক্ষ থেকে নয় বরং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে।**

হুযূর (আই.) বলেন, হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)ও নিজের ভাষায় এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন যা আগামীতে উল্লেখ করব, ইনশাআল্লাহ্।

সবশেষে, হুযূর আনোয়ার **হাফিয মুহাম্মাদ ইব্রাহিম আবিদ সাহেব** (মুবাল্লিগ সিলসিলাহ্), **শেখ আবু বকর জর্জ সাহেব** (মুয়াল্লিম সিলসিলাহ্, লাইবেরিয়া) এবং **সামীনা ভানু সাহেবা** (লাইবেরিয়া)-এর স্মৃতিচারণ করেন এবং তাদের ক্ষমা ও উচ্চ মর্যাদা লাভের জন্য দোয়া করেন এবং নামাযের পর তাদের গায়েবানা জানাযা পড়ানোর ঘোষণা দেন।

আল্‌হামদুলিল্লাহি নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar (at)

28 November 2025

Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission
.....*P.O*.....
Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,

বিশদে জানতে:Toll Free No.1800 103 2131| www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in